দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 8 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসার পাঠ্যবই নিরীক্ষায় রিভিউ কমিটি জরুরী

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম ও সকল পাঠ্যবই অভিজ্ঞ মাদ্রাসা শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রিভিউ কমিটি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করার দাবী দীর্ঘদিনের। কারণ, বিকৃত আকীদা ও মতলবী ব্যাখ্যা সম্বলিত গাইড বই ও সহায়িকার বিষয়বস্তু কোনক্রমে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজে প্রবেশ করলে তাতে হিতে বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক। বিষয়টির গুরুত্ব এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে তার দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন-এর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে দেশের অভিজ্ঞ মাদ্রাসা শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি রিভিউ কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। জমিয়াত নেতৃবৃন্দ যেসব প্রকাশনা সংস্থা বই ও নোটবই ছেপে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বলে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের বিকৃত আকীদা ও মতাদর্শ প্রচারের লিপ্ত, তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবীও জানিয়েছেন। বিকৃত ব্যাখ্যা ও বদ আকীদাযুক্ত বই-পুস্তক মাদ্রাসা বোর্ডের নামে চালিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে নানাভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করা কোনভাবেই কাম্য নয়। দেশের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অবশ্য ইতোমধ্যে বিভ্রান্তিকর কিছু কিছু বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। 'আনোয়ারুল কুরআন' নামে জাতীয় ঐতিহ্য ও চেতনার পরিপন্থী এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে উস্কানিমূলক বক্তব্য উপস্থাপনকারী পুস্তকটি সম্পর্কে মাদ্রাসা বোর্ডের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো- এ নামে কোন পাঠ্য-পুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মুদ্রণ, প্রকাশ কিংবা অনুমোদিত হয়নি। এই শিরোনামে কোন পুস্তক, নোট বা গাইড-এর মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পর্কে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যেমন কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়, তেমনি বাজারে এ নামে কোন নোট বা গাইড চালু আছে কি না সে সম্পর্কেও বোর্ড অবহিত নয়। ওদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে জোট সরকারের সময়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢুকেপড়া বিশেষ দলীয় লোক বাদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বলেছেন, শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে পুরনো লোকদের বাদ দিয়ে নতুন করে লোক নেয়া হবে।

আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষাকে পরিবর্তিত যুগ-জামানা এবং চাহিদা উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে পাঠ্যবই ও পাঠ্যক্রমে সংযোজন ও সংশোধনের দাবী উঠেছে। মাদ্রাসার অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত রিভিউ কমিটি এ কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। জোট সরকারের সময় জামায়াতে ইসলামী, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। তারা তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণাপ্রসূত বই-পুস্তক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে কোমলমতি মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী ওইসব বই-পুস্তকে পীর-মাশায়েখদের প্রতিও বিষোদগার করা হয়। অবিলম্বে এইসব বাতিল আকীদা ও মনগড়া ব্যাখ্যাসম্বলিত বই-পুস্তক নোট ও গাইড বুকের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য রিভিউ কমিটি গঠন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যসূচী কি হওয়া উচিত, কেতাব ও বই-পুস্তক কি ধরনের হওয়া উচিত তা নির্ধারণের এখতিয়ার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের। প্রচলিত এই নিয়ম-বিধিকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণা প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন মহল যদি বিভ্রান্তি উদ্রেককারী বই, নোট অথবা গাইড প্রকাশ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষিত করতে চায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে দণ্ডনীয় অপরাধ। সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর হতে হবে। প্রকাশিত ওইসব বইয়ের সকল কপি বাজেয়াপ্ত, প্রকাশনা সংস্থা নিষিদ্ধ এবং দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় দলীয় ক্যাডারদের বিভিন্ন বিভাগে ঢোকানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলীয়া ও কওমী ধারার দক্ষ-যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ না দিয়ে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিয়োগ দেয়া হয়। গণশিক্ষা কোন স্থায়ী কার্যক্রম নয়। বর্তমানে নতুন করে লোক নিয়োগ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। গণশিক্ষার প্রকল্প পরিচালকও জানিয়েছেন, সবাইকে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে চৌত্রিশ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারী-কর্মকর্তা নতুনভাবে নিয়োগের বেলায় দক্ষ ও যোগ্য আলীয়া ও কওমী ধারার লোকদের নিয়োগ দানের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। অতীতে বিশেষ রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পেয়ে যারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছে তারা যাতে কোনভাবে সুযোগ না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।